দৈনিক
ইনকিলাব

ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দে

ছাত্রলীগের উপর শিবিরের হামলার ঘটন
বগুড়া মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা

বগুড়া থেকে স্টাফ রিপোর্টার

গুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজে গত শুক্রবার রাতে ডাইনিং টেবিলে খ ময় একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা কযোগে ছাত্রলীগ ও সাধারণ ছাত্রদের উপর সশস্ত্র হামলা চালায়। এতে বগুড়া মেডি লেজের ২য় ও ৩য় বর্ষের কমপক্ষে ২০ জন ছাত্র আহত হয়। উভয় ছাত্র সংগঠনের সং ময় মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের ১৯টি কক্ষ ভাঙচুর করা হয়। এছাড়াও সংঘর্ষের ক্ষুব্ধ ছাত্ররা কলেজের বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগ করে। সংঘর্ষে আহত ছাত্রদের রুতর ৮ জনকে সঙ্গে সঙ্গে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজি সপাতালে ভর্তি করা হয়। যারা হাসপাতালে চিকিৎসাধিন পৃঃ ৪ ৮ ক:

ছাত্রলীগের উপর শিবিরে

-এর পৃষ্ঠার পর

য়েছেন তারা হলেন, ২য় বর্ষের ছাত্র আরাফাত ৯), শুভ (১৯), ময়নুল হক মৃণাল (২০), মনিরুজ্জ লাম (২০), ইশতিয়াক হোসেন লাবিব (১৮), ৩য় র্ষের ছাত্র রিফাত (২২) লাবলু (২১), রফিকুল ২)। এছাড়াও আহত ২য় বর্ষের ছাত্র নূর আল মিন, নাহিদ, ৩য় বর্ষের ছাত্র সায়েম, আবিদ, মিদ, রাকিব, ও নাজমুল প্রাথমিক চিকিৎসা য়েছেন। মেডিকেল কলেজে ছাত্রলীগ-শিবিরের থাকার সংঘর্ষের এ খবরে কলেজের ছাত্ররা ক্যত্রিত হয়ে সর্বদলীয় ছাত্রের ব্যানারে গতকাল নিবার) সকালে ইসলামী ছাত্র শিবিরের এ ধরনের ঘৃণিত ও ন্যাক্কারজনক হামলার প্রতিবাদে কলেজ ম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এসময় লেজের উদ্ভূত পরিস্থিতি শান্ত রাখার জন্য চারদিক য় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সর্বদলীয় ছাত্ররা লজ ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবিরের এ ধরনের হামলার ব্র প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে সন্ত্রাসী প্রকৃতির বির নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক স্তির দাবীতে ছাত্ররা মেডিকেল কলেজের রিচালকের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। পর সকালে মেডিকেল কলেজের একাডেমিক নে পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শফিকুল লাম, উপ-পরিচালক ডাঃ মোঃ আজফারুল হাবিব ক, কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মোঃ মাহবুবুল করিমসহ কাডেমিক কাউন্সিলরদের নিয়ে এক জরুরী বৈঠকে সন। জরুরী সভায় শহিদ জিয়াউর রহমান ডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা া হয় এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি শান্ত রাখার লক্ষ্যে কাল ৫টার মধ্যে ছাত্রাবাসের সকল ছাত্র ও ত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।

দ্রুখ্য, শুক্রবার রাতে বগুড়া শহিদ জিয়াউর রহমান ডিকেল (শজিমেক) হোস্টেলে ডাইনিং টেবিলে বার সময় একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিবির কর্মী কল্লোলকে তার সিনিয়র এক ছাত্র চড় এরপর সে বাইরে গিয়ে শিবির নেতা মোকা ঘটনাটি বলে। খবর শুনে শিবির নেতা মোকা নির্দেশে দিনার, সাদাদ, রফিক তাদের সশস্ত্র নিয়ে ছাত্রলীগের নিরীহ কর্মীদের উপর চড়া হোস্টেলের ভিতরে প্রবেশ করে তারা এলো ছাত্রলীগ কর্মীদের মারপিট শুরু করে। গণ্ডগোলের খবর পেয়ে পুলিশ রাত ১১টায় মে কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান নেয়। রাতব্যাপী ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অগ্নিসংযোগসহ থেমে থেমে সংঘর্ষ চলতে মেডিকেল কলেজে ছাত্রলীগ কর্মীদের উপর ক্যাডাররা হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ২০ জন ছাত্রকে আহত করা হয়েছে। এ খবর পেয়ে বগুড়া সরকারী আযিযুল হক কলেজের কর্মীরা একত্রিত হয়ে পুনরায় বগুড়ার উপর মেডিকেল কলেজে প্রবেশের চেষ্টা করে। চারদিকে পুলিশের কড়া বেষ্টনি থাকায় তারা করতে পারেনি। একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কে শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টায় ছাত্রলীগ কর্মীদে শিবিরের সংঘর্ষ বাঁধে। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে সংঘর্ষে উভয় ছাত্র সংগঠনের কমপক্ষে ২০ জ আহত হয়। আহতদের মধ্যে ৯ জনকে শজিমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের জন হাসপাতালে চিকিৎসাধিন রয়েছেন। জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি শুভাশিষ পোদ্দার জানান, হাসপাতালে চিকিৎসাধিন ৮ জনই বাং ছাত্রলীগের কর্মী। তিনি হামলাকারী ক্যাডারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী ক অপরদিকে ইসলামী ছাত্র শিবির বগুড়া শহর সভাপতি নূর মোহাম্মদ জানান, ছাত্রলীগ কর্মীর উস্কানিতে ইসলামী ছাত্র শিবিরের নিরীহ কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে। এতে তাদের কর্মী আহত হয়েছে। তিনি বলেন, শান্ত